ভোরের কাগজ

তারিখ 07 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭ দিন পর আগামীকাল থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে

শেখ সেলিম : আজ সোমবার থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) হলসমূহ খুলে দেওয়া হচ্ছে। আগামীকাল থেকে ক্লাস শুরু হবে। বিবদমান সংগঠনগুলোর মধ্যে কোনো সমঝোতা ছাড়াই এই সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট সকল মহল উদ্বিগ্ন।

গত ৩১ অক্টোবর ই.বি. ক্যাম্পাসে প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ হয়। ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘটিত এই ভয়াবহ সংঘর্ষে পুলিশও জড়িয়ে পড়ে। ত্রিমুখী এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মহসিন নামে একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নিহত হয়। ১০ জন পুলিশসহ অন্তত অর্ধশত ব্যক্তি আহত হয়। মারাত্মক আহতদের মধ্যে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১ নভেম্বর মামুন নামে আরো একজন ছাত্র মারা যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ই.বি. কর্তৃপক্ষ চলমান সকল পরীক্ষাসহ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।

১৯৮০ সালে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহের সীমান্ত এলাকায় (শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর) প্রতিষ্ঠিত দেশের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠটি শুরু থেকেই রাজনৈতিক চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও সংঘাতের শিকার হয়ে আসছে। ১৯৮৩ সালে সামরিক শাসক এরশাদ ঢাকার গাজীপুরে স্থানান্তরের পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র ও দখলের খেলা শুরু হয়। স্বাধীনতাবিরোধী জামাত-শিবির চক্র ই.বি.তে দুর্গ গড়ে তোলে। কট্টরপন্থী কতিপয় শিক্ষক-কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ মদতে ক্যাম্পাসে শুরু হয় সংঘাত সংঘর্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েকবার বন্ধ হয়ে যায়। গাজীপুরে কতোবার সংঘর্ষে কতোদিন বন্ধ ছিল তার কোনো পরিসংখ্যান ই.বি. কর্তৃপক্ষ দিতে পারেনি।

১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস তৃতীয়বারের মতো স্থানান্তরিত হয়। ঐদিন শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই সহিংস ঘটনার সূত্রপাত হয়। মূল ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর মাত্র ২৫ দিনের মাতায় ছাত্রশিবির ও ছাত্রঐক্যের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। নিহত হয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সাইফুল ইসলাম মামুন। এই সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে কয়েকজন ছাত্র পঙ্গুত্ব বরণ করে। ২ মাস ই.বি. অনির্ধারিত বন্ধ থাকে। '৯৪ সালের ৫ জুলাই ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষে কয়েকজন শিক্ষকসহ অনেকে আহত হয়। এ সময় ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে তৎকালীন উপাচার্য প্রফসর এম এ হামিদ শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। '৯৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সিলেবাসবিরোধী ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে অর্ধশত ব্যক্তি আহত হয়। ঐদিন বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সম্পদ বিনষ্ট করে। ই.বি. আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। '৯৫ সালের ২৮ এপ্রিল ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে একজন অভিভাবক আলী আজম নিহত হন। ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়। ই.বি. ক্যান্টিনসহ কয়েকটি অফিস ভাঙচুর করা হয়। দুই মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। '৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে প্রায় ৪ ঘণ্টা স্থায়ী বন্দুকযুদ্ধ হয়। নিহত হয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আমিনুর রহমান। দেড় শতাধিক আহতদের মধ্যে ১১ জন অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ব বরণ করেন। কর্তৃপক্ষ আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।

এরপর ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল আবার উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সংগঠন এই আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করলে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ে। এ সময় ই.বি. ক্যাম্পাসসহ আশপাশের এলাকায় বেশ কিছু সহিংস ঘটনা ঘটে। উপাচার্য ইমাম-উল-হক লাঞ্ছিত হন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ইতিহাস হচ্ছে এ পর্যন্ত কোনো উপাচার্যই সম্মানজনকভাবে তার মেয়াদ (চার বছর) পার করতে পারেননি। দীর্ঘ ৬৮ দিন বন্ধ থাকার পর '৯৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর এ দফায় উপাচার্য অপসারণ আন্দোলনের অবসান ঘটে।

নতুন উপাচার্য প্রফেসর মুহাঃ কায়েসউদ্দিন দায়িত্বভার গ্রহণের কিছুদিন পর থেকে পরিস্থিতির আবার অবনতি ঘটতে থাকে। গত ৯ অক্টোবর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক আচরণ বিধি বাস্তবায়নের ঠিক ২২ দিনের মাথায় গত ৩১ অক্টোবর আবার এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো।

মূল ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়ার পর এই নিয়ে গত ৬ বছরে চারজন ছাত্র ও একজন অভিভাবক নিহত হলো। বিভিন্ন সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৫ শতাধিক আহতদের মধ্যে অন্তত ১৫/২০ জন অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। গত ৬ বছরের মধ্যে দেড় বছরেই অনির্ধারিত বন্ধ গেছে। দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট সবচেয়ে বেশি। ৩ বছরের সেশন সম্পন্ন করতে সময় লাগছে ৭-৮ বছর।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ই.বি. দীর্ঘ ৩৭ দিন বন্ধ থাকার পর ই.বি. কর্তৃপক্ষ হলসমূহ খুলে দেওয়াসহ ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এদিকে সরজমিন ই.বি. ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘুরে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপকালে সব মহলের মাঝেই আতঙ্ক ও হতাশা লক্ষ্য করা গেছে। এর কারণ হিসেবে জানা গেছে, বিবদমান সংগঠনগুলো ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে তেমন কোনো ফলপ্রসূ আলোচনা হয়নি। শুধুমাত্র পুলিশ প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হচ্ছে।

ছাত্রশিবির শুরু থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলেছে। অস্তিত্ব রক্ষায় তারা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে ই.বি.র পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়ায় অবস্থান করছে। ছাত্রলীগও পাল্টা প্রস্তুতি নিয়েছে। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সংশ্লিষ্ট সকলে উদ্বিগ্ন। না জানি আবার কি হয়?